| Surname | | Other Names | |
|---|---|---|---|
| Centre Number | | Candidate Number | |
| Candidate Signature | | | |

Leave blank

General Certificate of Education
June 2005
Advanced Subsidiary Examination

ASSESSMENT and QUALIFICATIONS ALLIANCE

# BENGALI — BEN1
## Unit 1

Monday 23 May 2005 9.00 am to 12 noon

**In addition to this paper you will require:**
the text for Section 1 on an insert (enclosed).

Time allowed: 3 hours

**Instructions**
- Use blue or black ink or ball-point pen.
- Fill in the boxes at the top of this page.
- Answer **all** the questions in the spaces provided.
- Do all rough work in this book. Cross through any work you do not want marked.

**Information**
- The maximum mark for this paper is 100.
- Mark allocations are shown in brackets.
- You must **not** use a dictionary during this examination.
- You should note that the quality of your written language in both Bengali and English will be taken into account when awarding marks.
- If you need extra paper, use the Supplementary Answer Sheets.
- This unit is divided into three sections.

| | |
|---|---|
| Section 1 | 40 marks |
| Section 2 | 15 marks |
| Section 3 | 45 marks |

**Advice**
- You should try to use your own words as much as possible and to write as accurately and neatly as possible.

| For Examiner's Use | | | |
|---|---|---|---|
| Section | Mark | Section | Mark |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total (Column 1) → | | | |
| Total (Column 2) → | | | |
| TOTAL | | | |
| Examiner's Initials | | | |

LEAVE MARGIN BLANK

# ১ বিভাগ

১. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও। উত্তর দেওয়ার সময়ে উপরের লেখাটির কোনো অংশ হুবহু উদ্ধৃত করবে না।

ক. কলেজে লেখাপড়ার চাপ কেমন ছিলো? (তিনটি বিষয় লেখো।)

.....

.....

.....

*(3 marks)*

খ. বাংলার শিক্ষকের পড়ানো সম্পর্কে তিনটি বিষয় লেখো।

.....

.....

.....

*(3 marks)*

গ. বাংলা ক্লাসে সেদিন ব্যতিক্রম ঘটেছিলো কেন? (দুটি বিষয় লেখো।)

.....

.....

*(2 marks)*

ঘ. লেখক সেদিন ক্লাসে কি করছিলেন? এতে কি রকম পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিলো?

.....

.....

.....

*(3 marks)*

ঙ. আইডি কার্ডের জন্যে লেখক কেন চিন্তিত হলেন? (দুটি বিষয় লেখো।)

.....

.....

*(2 marks)*

13

LEAVE MARGIN BLANK

২. "অভিজ্ঞতার আলোকে" গল্পটিতে রফিক সাহেবের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, সে বিষয়ে তোমার নিজের ভাষায় ৫টি বাক্য লেখো।

ক. .....

.....

খ. .....

.....

গ. .....

.....

ঘ. .....

.....

ঙ. .....

.....

*(5 marks)*

5

**TURN OVER FOR THE NEXT QUESTION**

LEAVE MARGIN BLANK

৩. "অভিজ্ঞতার আলোকে" গল্পটিতে ব্যবহৃত নিচের বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণে পরিণত করো। তারপর সেই বিশেষণ দিয়ে বাক্য তৈরি করো।

| | বিশেষ্য | বিশেষণ | বাক্য |
|---|---|---|---|
| উদাহরণ | শিহরণ | শিহরিত | ছোটো ছেলেটির সাহস দেখে আমি শিহরিত হলাম। |
| ক. | সৌখিনতা | | |
| খ. | আলোচনা | | |
| গ. | ভয় | | |
| ঘ. | রক্ত | | |
| ঙ. | লজ্জা | | |

*(5 marks)*

5

৪. উপরের লেখা অনুযায়ী নিচের বাক্যগুলি সত্য, মিথ্যা, নাকি এই লেখায় এসব বাক্যের কোনো উল্লেখ নেই? ঠিক ঘরে টিক (✓) দিয়ে দেখাও:

| | বাক্য | সত্য | উল্লেখ নেই | মিথ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ক. | লেখকের কলেজে লেখাপড়ার চাপ নেই। | | | |
| খ. | লেখক কলেজে এ-লেভেল করতেন। | | | |
| গ. | রফিক স্যার পাজামা-পাঞ্জাবী পরে কলেজে আসতেন। | | | |
| ঘ. | ছেলেমেয়েরা সবাই তাঁকে ভীষণ ভয় করতো। | | | |
| ঙ. | স্যার খুব মনোযোগ দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখছিলেন। | | | |
| চ. | স্যার লেখকের আইডি কার্ড রেখে দিয়ে তাঁকে শাস্তি দিলেন। | | | |
| ছ. | লেখক রফিক স্যারের সঙ্গে ফুটবল খেলা দেখতে গেলেন। | | | |

*(7 marks)*

7

LEAVE MARGIN BLANK

৫. নিচে মাঝখানকার কলামে যে-সব শব্দ বা শব্দ-সমষ্টি আছে, **উপরের লেখায়** ব্যবহৃত শব্দ বা শব্দ-সমষ্টি দিয়ে সেগুলি বদল করো। কিন্তু এমনভাবে বদল করবে, যাতে অর্থের কোনো পরিবর্তন না হয়। নিচে প্রথমে একটি উদাহরণ দেওয়া আছে।

| | শব্দ / শব্দ-সমষ্টি | উপরের লেখায় ব্যবহৃত শব্দ / শব্দ-সমষ্টি |
|---|---|---|
| উদাহরণ | যা বোঝা যায় না | দুর্বোধ্য |
| ক. | আপনজন | |
| খ. | পা থেকে মাথা পর্যন্ত | |
| গ. | একটানা | |
| ঘ. | শব্দ | |
| ঙ. | জোর গলায় | |

*(5 marks)*

5

৬. নিচে দ্বিতীয় কলামে যে-শব্দগুলি আছে, সেগুলির বিপরীত শব্দ লেখো। তারপর সেই বিপরীত শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করো। বিপরীত শব্দগুলি উপরের লেখা থেকে নেওয়ার দরকার নেই। প্রথমে একটি উদাহরণ দেওয়া আছে।

| | শব্দ | বিপরীত শব্দ | বাক্য |
|---|---|---|---|
| উদাহরণ | সহজ | কঠিন | পরীক্ষার প্রশ্ন কঠিন হওয়ায় লিলি কিছু লিখতে পারেনি। |
| ক. | তরুণ | | |
| খ. | সুন্দর | | |
| গ. | শুরু | | |
| ঘ. | স্পষ্ট | | |
| ঙ. | মন্দ | | |

*(5 marks)*

5

LEAVE MARGIN BLANK

# ২ বিভাগ

৭. নিচের লেখাটি ইংরেজিতে অনুবাদ করো।

প্রিয় বন্ধু/বান্ধবী,

তোমার ই-মেইলের জন্যে ধন্যবাদ। তুমি নিজের চোখে বাংলাদেশকে দেখতে চাও শুনে খুশি হলাম। এখন শীতকাল। ঘুরে বেড়ানোর জন্যে এ সময়টা সুবিধাজনক। বাজারে নানা রকম টাটকা শাক-সবজি পাওয়া যায়। ঘরে ঘরে চালের গুড়ো দিয়ে সুস্বাদু পিঠা বানানো হয়। আমি জানি তুমি পিঠা খেতে খুব পছন্দ করো। কিন্তু কি আর করবো – পিঠা তো আর ই-মেইল করা যায় না! তাই লিখছি, তোমার পরীক্ষার পর গরমের ছুটিতে আমাদের এখানে বেড়াতে এসো। খুব মজা হবে। আমি ইতিমধ্যে ঘুরে বেড়ানোর একটা প্ল্যান করে ফেলেছি। এই ই-মেইলের সঙ্গে সেটা জুড়ে দিলাম। প্ল্যানটা পড়ে তোমার মতামত জানাবে। তোমার পরীক্ষা কবে শেষ হবে? দেশে আসার তারিখ, ফ্লাইট নম্বর আর ঢাকা এয়ার পোর্টে পৌঁছানোর সময় জানিয়ে ই-মেইল কোরো। আমি তোমাকে আনতে এয়ার পোর্টে যাবো। আমাকে চিনতে পারবে তো? ভালো থেকো।

শুভেচ্ছা রইলো।

লীনা

*(15 marks)*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*LEAVE MARGIN BLANK*

15

**Turn over**

LEAVE MARGIN BLANK

## ৩ বিভাগ

৮. পরিবেশ-দূষণ কমানোর জন্যে পৃথিবীর অনেক দেশেই বিভিন্ন জিনিস রিসাইকেল করা হচ্ছে। নিচের লেখাটি পড়। সমাজের একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে তুমি তোমার এলাকার পরিবেশ-দূষণ কমাতে পারো, এ সম্পর্কে অন্তত ২০০ শব্দে তোমার মতামত লেখো।

### পরিবেশ সংরক্ষণ ও রি-সাইক্লিং

সুস্থ জীবনের জন্যে সুষ্ঠু পরিবেশের প্রয়োজন। কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত নানাভাবে আমাদের পরিবেশকে দূষিত করছি। আবর্জনা ফেলে দূষিত করছি পানি; গ্যাস, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী পুড়িয়ে ভারী ও দূষিত করছি বাতাস। এ ছাড়া, পারমাণবিক পরীক্ষা চালিয়ে, গাছপালা কেটে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পশুপাখি ব্যবহার করেও আমরা পরিবেশকে ধ্বংস করছি।

পরিবেশবাদীরা সম্প্রতি বিভিন্ন উপায়ে পরিবেশকে বাঁচানোর জন্যে আন্দোলন করছেন। অনেকেই নানা রকম স্লোগান তুলেছেন, যেমন, "জ্বালানীর অপচয় বন্ধ করো", "প্রতিদিনের ব্যবহারের জিনিস রি-সাইকল করো", "গাছ লাগাও, পরিবেশ বাঁচাও", "পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধ করো" ইত্যাদি। আবার কেউ কেউ বলছেন, শুধু স্লোগান নয়, পরিবেশকে বাঁচানোর জন্যে সবাইকে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসতে হবে। এ দায়িত্ব যে আমাদের সকলের!

*(45 marks)*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*LEAVE MARGIN BLANK*

LEAVE MARGIN BLANK

**END OF QUESTIONS**

45

*LEAVE MARGIN BLANK*

**THERE ARE NO QUESTIONS PRINTED ON THIS PAGE**

*LEAVE MARGIN BLANK*

**THERE ARE NO QUESTIONS PRINTED ON THIS PAGE**

Copyright © 2005 AQA and its licensors. All rights reserved.

## অভিজ্ঞতার আলোকে

নিচের লেখাটি পড়ো এবং নির্দিষ্ট জায়গায় উত্তর দাও:

আমাদের কলেজটা এমনি যে, পড়তে না চাইলেও জোর করে পড়ায়; পড়া এক রকম জোর করে আদায়ও করে। ফাঁকি দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। প্রতি মাসেই আমাদের বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা হয়। পরীক্ষায় একটা নির্দিষ্ট মার্কের চেয়ে কম পেলে কলেজ থেকে চলে যেতে হয়, কিংবা অভিভাবকদের ডেকে নাজেহাল করা হয়।

তখন আমি সেকেন্ড ইয়ারে। আমাদের বাংলা ক্লাস নিতেন রফিক স্যার। বলিষ্ঠ মাঝারি গড়ন, চোখে পুরু লেন্সের চশমা; গম্ভীর প্রকৃতির কিন্তু সৌখিনতায় আপাদমস্তক ঢাকা। সিল্কের পাজামা-পাঞ্জাবির ওপর বঙ্গবন্ধু কোট, বেশ লাগে দেখতে। এ যেন তাঁর ব্যক্তিত্বেরই আরেক রূপ। তিনি একজন দক্ষ রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী এবং তুখোড় ফুটবল খেলোয়াড়ও বটে। মেয়ে-মহলে তিনি বিশেষ প্রিয়পাত্র, তাদের আলোচনার মধ্যমণি। স্যারের সামান্য দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে, তাঁর সঙ্গ লাভের জন্যে অনেক মেয়েই ব্যাকুল হয়ে উঠতো। কিন্তু তিনি যেন সব ধরাছোঁয়ার বাইরে। রফিক স্যার আমাদের পড়াতেন "পদ্মানদীর মাঝি" এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "শেষের কবিতা"। তিনি এতো সহজ সুন্দর ভাষায় বোঝাতেন যে, মাঝির প্রেম আর অমিত-লাবণ্যের দুর্বোধ্য প্রেমও যেন মূর্ত হয়ে শিহরণ জাগাতো তরুণ-তরুণীদের হৃদয়ে। কিভাবে কোথা দিয়ে যে সময় পার হয়ে যেতো, বুঝতেই পারতাম না।

কিন্তু একদিন হলো এর ব্যতিক্রম! সেদিন যথারীতি স্যার ক্লাস নিতে এলেন। একনাগাড়ে ছয়টা ক্লাস করার পর সবাই বেশ ক্লান্ত; বাড়ি ফেরার জন্যে অস্থির। বিকেলে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে আন্তঃকলেজ ফুটবল টুর্নামেন্ট। বাংলা ক্লাসটা শেষ হলেই অনেক প্রত্যাশিত সেই ছুটির ঘণ্টা। কিন্তু সময় আর ফুরোয় না। পাশ থেকে বন্ধু সোহেল বললো, "আয় কাটা-গোল্লা খেলি।" এক কথায় রাজি হয়ে গেলোম। আমরা রফিক স্যারকে খুব পছন্দ করতাম। কারণ তিনি কখনো চোখ রাঙাতেন না। যাই হোক, খাতা-কলম নিয়ে খেলা শুরু করে দিলাম আমি আর সোহেল। খেলতে খেলতে একটু পর-পরই স্যারের দিকে তাকাচ্ছি। বুঝলাম স্যার খুব মনোযোগ দিয়ে পড়াচ্ছেন। এভাবে আরও দশ মিনিট গেলো। হঠাৎ আমার খেয়াল হলো, ক্লাসে কোনো আওয়াজ নেই। তাকিয়ে দেখি স্যার পড়ানো বন্ধ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। বুকের রক্ত হিম হয়ে গেলো আমার। উনি এগিয়ে এসে আমাদের দুজনের আইডি কার্ড নিয়ে আবার ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে ফিরে গেলেন। স্পষ্ট শুনতে পেলাম স্যার বললেন, "তোমরা দুজন এদিকে এসো।" বুঝলাম কপাল মন্দ আজ। ঘড়ির দিকে তাকালাম। আর মাত্র দশ মিনিট বাকি। ভীষণ লজ্জাও পেলাম। কারণ সামনের দুই বেঞ্চে মেয়েরা বসে আছে।

স্যারের সামনে দাঁড়াতেই উচ্চকণ্ঠে স্যার বললেন, "পিছন ফেরো।" ঘুরে দাঁড়ালাম আমরা। সোহেলকে দেখলাম, ভয়ে চোখ বুজে আছে ও। আমার খুব ভয় হলো, স্যার আইডি কার্ড ফেরত দেবেন তো? না হলে আগামী কাল কলেজে ঢুকতে পারবো না। একদিন কলেজে না-গেলে পঁচিশ টাকা জরিমানা। একনাগাড়ে পাঁচ দিন কলেজে না-গেলে কলেজ থেকে নাম কাটা যাবে। ছুটির ঘণ্টা বাজলো। স্যারের দিকে ফিরলাম। উনি বললেন, "যাও, আর কখনো এমন কোরো না।" – বলে আমাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। তারপর আইডি কার্ড ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, "আর, হ্যাঁ, একটু অপেক্ষা করো, আমিও যাবো তোমাদের সঙ্গে টুর্নামেন্ট দেখতে।"

Copyright © 2005 AQA and its licensors. All rights reserved.